অগ্রগতির ৯ বছর

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

মহাসড়ক নেটওয়ার্ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং অভ্যন্তরীণ ক্রমবর্ধিষ্ণু পরিবহন চাহিদা পূরণের পাশাপাশি নিরাপদ মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মপ্রয়াস অব্যাহত আছে। বর্তমানে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় ভাল অবস্থায় আছে। যার ফলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সহজ ও সময় সাশ্রয়ী হয়েছে। এ বিভাগ বিগত নয় বছরে ২৫৪টি প্রকল্প সমাপ্ত করেছে এবং ৩০৩টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বিগত ৫ বছর এ বিভাগ ধারাবাহিকভাবে উন্নয়ন বাজেটের শতভাগ বাস্তবায়ন করেছে। এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে রূপকল্প - ২০২১ এর লক্ষ্য ও জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ২০৩০ অর্জন সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ সময়ে এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

১. উন্নয়ন খাতের আওতায় ৩,৯৩০.৯৫ কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুতীকরণসহ ৪,৫৯১.৮২ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ করা হয়েছে।

২. অনুন্নয়ন খাতের আওতায় ৪,৪৫১.৮২ কিলোমিটার মহাসড়ক কার্পেটিং ও সীলকোট, ১,৮১৩.১৬ কিলোমিটার ডিবিএসটি এবং ৬,৯২৫.৯৪ কিলোমিটার ওভারলে করা হয়েছে।

৩. ৮৪২টি সেতু ও ৩,৫৪৬টি কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

৪. ফেরি ও পন্টুন নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় মহাসড়ক নেটওয়ার্কে বিদ্যমান ৩৯টি ফেরিঘাটের ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক উন্নয়নের নিমিত্ত ১২০.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০টি ফেরি ও ৬টি পন্টুন নতুন নির্মাণ, ১৭টি ইঞ্জিন ও প্রপালশন ইউনিটসহ ২৭টি নতুন ইঞ্জিন সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও ৯টি ইঞ্জিন ওভারহলিং এবং ১৯টি ফেরি ও ২৬টি পন্টুনের পুনর্বাসন/মেরামত করা হয়েছে।

৫. ১৯৭১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সময়ে ৯১.৫৭ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেন বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা হয়। বর্তমান সরকার বিগত ৯ বছরে ৩৭৩ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেন বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করেছে। বর্তমানে ১০১.০৮ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলছে।

৬. বর্তমান সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে দেশে প্রথমবারের মত ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনের সংস্থান রেখে সিরাজগঞ্জের হাটিকমরুল মোড় থেকে নাটোরের বনপাড়া মোড় পর্যন্ত ৫১.২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ২-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ৩৯৪ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক উভয়পাশে একস্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে।

৭. উভয়পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনের সংস্থান রেখে জাতীয় মহাসড়কসমূহকে ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত ১ম পর্যায়ে ১ হাজার ৭ শত ৫২ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়কের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন সম্পন্ন করা হয়েছে। Last Mile ও Missing Link Connectivity স্থাপনের লক্ষ্যে আরো ৫৯০ কিলোমিটার মহাসড়কের সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইনের কাজ চলমান রয়েছে।

৮. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৫৯টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। তম্মধ্যে ৩টি প্রতিশ্রুতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৬টি প্রতিশ্রুতির বিপরীতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) এবং Periodic Maintenance Programme (PMP)-এর আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৭১টি প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ পর্যন্ত ৩৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ১৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। অবশিষ্ট ১৯টি প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের নিমিত্ত বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

৯. ঢাকা মহানগরীর পশ্চিমাংশের সাথে বুড়িগঙ্গা তীরবর্তী কেরানীগঞ্জে যাতায়াত সহজ করার জন্য ৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭০৮ মিটার দীর্ঘ শহীদ বুদ্ধিজীবি সেতু (৩য় বুড়িগঙ্গা সেতু) নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৯ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে এটি উদ্বোধন করেন।

১০. টঙ্গী রেলওয়ে জংশন ও টঙ্গী শিল্প এলাকার রেলপথ ক্রসিং স্থলে সৃষ্ট যানজট নিরসনের লক্ষ্যে টঙ্গী - কালিগঞ্জ - ঘোড়াশাল - পাঁচদোনা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৫০ মিটার দীর্ঘ শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৩ মে ২০১০ তারিখে উড়াল সেতুটি উদ্বোধন করেন।

১১. বৃহত্তর সিলেট, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়াগামী যানবাহনের ঢাকা প্রবেশ ও নির্গমন সহজ করার লক্ষ্যে ৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ১০৭০ মিটার দীর্ঘ সুলতানা কামাল সেতু (২য় শীতলক্ষ্যা সেতু) নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৬ জুন ২০১০ তারিখে সেতুটি উদ্বোধন করেন।

১২. দক্ষিণ চট্টগ্রাম, বান্দরবান পার্বত্য জেলা ও পর্যটন জেলা কক্সবাজারের সাথে যাতায়াত সহজ ও সুগম করার লক্ষ্যে ৩৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে কর্ণফুলী নদীর ওপর হযরত শাহ আমানত (রহঃ) সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে সেতুটির শুভ উদ্বোধন করেন।

১৩. দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের সাথে ঢাকার যোগাযোগ সহজ ও সময় সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে ২৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে কীর্তনখোলা নদীর ওপর শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত (দপদপিয়া) সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে সেতুটি উদ্বোধন করেন।

১৪. ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সাথে চট্টগ্রাম বন্দরের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ৭১.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪২০ মিটার দীর্ঘ চট্টগ্রাম বন্দর সংযোগ উড়াল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৮ মার্চ ২০১২ তারিখে এটি উদ্বোধন করেন।

১৫. কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার সাথে সারাদেশের সহজ ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের নিমিত্ত ১২২.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে রংপুর-কুড়িগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে তিস্তা নদীর ওপর ৭৫০ মিটার দীর্ঘ তিস্তা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে সেতুটি উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তিস্তা সেতুর উদ্বোধন

১৬. সারাদেশের সঙ্গে বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা ও থানচি উপজেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের নিমিত্ত ৩৩.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে সাঙ্গু নদীর ওপর ২১৭.১৫ মিটার দীর্ঘ রুমা সেতু এবং ২১৬.৪৪ মিটার দীর্ঘ থানচি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখে সেতু ২টির শুভ উদ্বোধন করেন।

১৭. বনানী রেল ক্রসিং-এ ট্রেন চলাচলের ফলে সৃষ্ট যানজট নিরসনে ৩৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮০৪ মিটার দীর্ঘ রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ওভারপাসটি উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বনানী রেল ক্রসিং এ নির্মিত ওভারপাস উদ্বোধন

১৮. দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা (SASEC)-এর চিহ্নিত রুট হিসেবে নেপাল ও ভূটানকে ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের জন্য ১৮৭.৩৪ কোটি টাকা ব্যয় ৫৩.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া-বাংলাবান্ধা জাতীয় মহাসড়ক (তেঁতুলিয়া বাইপাসসহ) এবং ৮৪.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৬.৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ বোদা-দেবীগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক (বোদা বাইপাসসহ) নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে মহাসড়ক দু'টি উদ্বোধন করেন।

১৯. আন্তঃজেলা সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বার্থে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার সোনতলা ঘাটে করতোয়া নদীর ওপর ৫৪.৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৪৭.২৯৫ মিটার দীর্ঘ সোনতলা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে সেতুটি উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সোনতলা সেতুর উদ্বোধন

২০. টগড়া-ইন্দুরকানী-বালিপাড়া-কলারন-সন্ন্যাসী মহাসড়কের ২য় কিলোমিটারে পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী নামক স্থানে বলেশ্বর নদীর ওপর ৩৬.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৮৭.৩১ মিটার দীর্ঘ শহীদ শেখ ফজলুল হক মনি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯ মার্চ ২০১৩ তারিখে সেতুটি উদ্বোধন করেন।

২১. ঢাকা মহানগরীর পূর্ব-পশ্চিম সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে যানজট নিরসনে ১৯৯.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭৯৩ মিটার দীর্ঘ রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার (মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোড ফ্লাইওভার) নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭ মার্চ ২০১৩ তারিখে ফ্লাইওভারটি উদ্বোধন করেন।

২২. দিনাজপুর, রংপুর ও গাইবান্ধা জেলার মধ্যে সহজ মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনের নিমিত্ত ২২.৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সাদুল্লাপুর (মাদারগঞ্জ)-পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ মহাসড়কের ২৭তম কিলোমিটারে কাঁচদহঘাটে করতোয়া নদীর ওপর ৩০৩.৩২ মিটার দীর্ঘ ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ জুলাই ২০১৩ তারিখে সেতুটি উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সেতুর উদ্বোধন

২৩. পর্যটন নগরী কক্সবাজারের সাথে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের মহাসড়ক সংযোগ সহজ ও সংক্ষিপ্ত করার লক্ষ্যে ১৭.৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে কক্সবাজার জেলার খুরুস্কুল-চৌফলদন্ডী-ঈদগাঁও মহাসড়কের ৯ম কিলোমিটারে চৌফলদন্ডী চ্যানেলের ওপর ৩৪৭.৪৬ মিটার দীর্ঘ চৌফলদন্ডী সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে সেতুটি উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চৌফলদন্ডী সেতুর উদ্বোধন

২৪. টাঙ্গাইল এবং মানিকগঞ্জ জেলার মধ্যে সরাসরি মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনের নিমিত্ত ৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে আরিচা-ঘিওর-টাঙ্গাইল মহাসড়কের এলাসিন নামক স্থানে ধলেশ্বরী নদীর ওপর ৫১৫.১২ মিটার দীর্ঘ এলাসিন সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে সেতুটি উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এলাসিন সেতুর উদ্বোধন

২৫. কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী ও রাজিবপুর উপজেলা থেকে জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলা এবং ঢাকায় যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন সহজ করার নিমিত্ত ১৪.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে বকশীগঞ্জ-সানন্দবাড়ী-চররাজিবপুর মহাসড়কের ২৭তম কিলোমিটারে জিঞ্জিরাম নদীর ওপর ২৯৮.৮৮ মিটার দীর্ঘ সানন্দবাড়ী সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে সেতুটি উদ্বোধন করেন।

২৬. রাজধানী ঢাকার সাথে উত্তরাঞ্চলের সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের স্বার্থে ১৩০ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে মহাসড়কটি উদ্বোধন করেন।

২৭. দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মহাসড়ক যোগাযোগ সহজ করার লক্ষ্যে ভাঙ্গা (ফরিদপুর) - ভাটিয়াপাড়া - গোপালগঞ্জ - মোল্লারহাট মহাসড়ক এবং ভাঙ্গা (ফরিদপুর) - রাজৈর - গৌরনদী - বরিশাল মহাসড়ক দু'টিকে সংযুক্ত করার নিমিত্ত ২১৭.৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭.৮৩ কিলোমিটার দীর্ঘ গৌরনদী-আগৈলঝড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১২ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে মহাসড়কটি উদ্বোধন করেন।

২৮. পিরোজপুর জেলা থেকে গোপালগঞ্জ জেলা হয়ে ঢাকা যাতায়াত সহজ করার নিমিত্ত ৬৯.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের ৪০তম কিলোমিটারে পাটগাতি নামক স্থানে মধুমতি নদীর ওপর ৩৯১.৪৯ মিটার দীর্ঘ শেখ লুৎফর রহমান সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে সেতুটি উদ্বোধন করেন।

শেখ লুৎফর রহমান সেতু

২৯. বাংলাবান্ধা, বিরল, বুড়িমারী ও সোনাহাট স্থলবন্দরের সাথে মহানগরী রংপুর হয়ে রাজধানী ঢাকা এবং চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন এবং ভারত ও নেপালের সাথে স্থলপথে বাণিজ্য সহজতর করার লক্ষ্যে ১২৬.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে রংপুর বিভাগীয় শহরের ৮.২৪ কিলোমিটার অভ্যন্তরীণ মহাসড়ক ও ৮ কিলোমিটার বাইপাস মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৪ জুলাই ২০১৫ তারিখে মহাসড়কটি উদ্বোধন করেন।

৩০. ৪৯.৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা মহানগরীর উত্তরা, গাবতলী ও আশুলিয়া পয়েন্টে যানজট হ্রাসকল্পে মহানগরীতে যানবাহন প্রবেশ ও বহির্গমনের নতুন রুট হিসেবে ১০.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ বিরুলিয়া-আশুলিয়া মহাসড়ক এবং এ মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে তুরাগ নদীর ওপর ১৮৬.০৪ মিটার দীর্ঘ বিরুলিয়া সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৪ জুলাই ২০১৫ তারিখে মহাসড়ক ও সেতু উদ্বোধন করেন।

৩১. ২৮৭.৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাত্রয়ের মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং এ অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি সারাদেশে পরিবহন সহজতর করার লক্ষ্যে ৬৩ কিলোমিটার দীর্ঘ রাঙ্গামাটি (ঘাগড়া)-চন্দ্রঘোনা-বাঙ্গালহালিয়া-বান্দরবান মহাসড়ক, ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঙ্গালহালিয়া-রাজস্থলী মহাসড়ক, ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ খাগড়াছড়ি-দিঘীনালা-বাঘাইহাট মহাসড়ক, ৩৭ কিলোমিটার দীর্ঘ চট্টগ্রাম - হাটহাজারী -

রাঙ্গামাটি মহাসড়ক, ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ দিঘীনালা-ছোটমরতং-চংড়াছড়ি-লংগদু মহাসড়ক এবং ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ থানচি-আলীকদম মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৪ জুলাই ২০১৫ তারিখে থানচি-আলীকদম মহাসড়ক উদ্বোধন করেন।

থানচি-আলীকদম মহাসড়ক

৩২. সুনামগঞ্জ জেলা সদরের সাথে বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর, জামালগঞ্জ ও ধর্মপাশা উপজেলার নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ৭১.১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সুনামগঞ্জ - কাচিরগাতি - বিশ্বম্ভরপুর জেলা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে সুরমা নদীর ওপর ৪০২.৬১ মিটার দীর্ঘ আব্দুজ জহুর সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ আগস্ট ২০১৫ তারিখে সেতুটি উদ্বোধন করেন।

৩৩. মাদারীপুর(মোস্তফাপুর)-শরীয়তপুর-চাঁদপুর মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটারে কাজিরটেক নামক স্থানে আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর ২৯৪.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৯৪.৩৬ মিটার দীর্ঘ আচমত আলী খান ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুসহ আরও ৩টি সেতু (১৫৭ মিটার দীর্ঘ আঙ্গারিয়া সেতু, ১২৭ মিটার দীর্ঘ টেকেরহাট সেতু ও ৩৭ মিটার দীর্ঘ টুমচর সেতু) নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ আগস্ট ২০১৫ তারিখে সেতুগুলো উদ্বোধন করেন।

৩৪. গাইবান্ধা জেলার সাথে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ সহজ এবং ভবিষ্যতে বালাশিঘাট পর্যন্ত মহাসড়ক সম্প্রসারণের সুবিধার্থে গাইবান্ধা-নাকাইহাট-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে করতোয়া নদীর ওপর ১৬.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫৩.৫৬ মিটার দীর্ঘ বড়দহ সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ আগস্ট ২০১৫ তারিখে সেতুটি উদ্বোধন করেন।

৩৫. একই স্থান থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত উপভোগের বিরল স্থান নৈসর্গিক সৌন্দর্যমন্ডিত সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটার সাথে সারা দেশের মহাসড়ক যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ১৮২.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে পটুয়াখালী-কুয়াকাটা আঞ্চলিক মহাসড়কের ৪৯তম কিলোমিটারে খেপুপাড়া নামক স্থানে আন্ধারমানিক নদীর ওপর ৮৯৩.১০ মিটার দীর্ঘ শহীদ শেখ কামাল সেতু, ৬১তম কিলোমিটারে হাজীপুর নামক স্থানে সোনাতলা নদীর ওপর ৪৮৩.৭২ মিটার দীর্ঘ শহীদ শেখ জামাল সেতু ও ৬৬তম কিলোমিটারে মহীপুর ও আলীপুর নামক স্থানের মধ্যবর্তী খাপড়াভাঙ্গা নদীর ওপর ৪০৮.৩৬ মিটার দীর্ঘ শহীদ শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ আগস্ট ২০১৫ তারিখে শহীদ শেখ রাসেল সেতু এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে শহীদ শেখ কামাল সেতু ও শহীদ শেখ জামাল সেতু উদ্বোধন করেন।

শেখ কামাল সেতু

৩৬. সিলেট মহানগরীর কেন্দ্রস্থল দিয়ে সুরমা নদীর উভয় পাড়ের মধ্যে যাতায়াত সহজ করার নিমিত্ত ১৯৩৯ সালে নির্মিত ক্বীন সেতুর সন্নিকটে সুরমা নদীর ওপর ১৩৯.০১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৯১ মিটার দীর্ঘ ৪-লেন বিশিষ্ট কাজীরবাজার সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে সেতুটির শুভ উদ্বোধন করেন।

৩৭. ১,০৮৮.৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইবিবিআইপি) এর আওতায় ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট এবং চট্টগ্রাম সড়ক জোনের ১২টি জেলায় জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে অবস্থিত ১১৮টি সরু এবং ক্ষতিগ্রস্ত সেতু ও কালভার্ট পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সেতুগুলো উদ্বোধন করেন।

৩৮. ৩,৪৩৯.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দি হতে চট্টগ্রাম সিটি গেইট পর্যন্ত ১৯০.৪৮ কিলোমিটার মহাসড়ক ২-লেন থেকে ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ জুলাই ২০১৬ তারিখ যানবাহন চলাচলের জন্য মহাসড়কটি উন্মুক্ত করেন।

৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক

৩৯. ১,৮১১.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের জয়দেবপুর চৌরাস্তা হতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ মোড় পর্যন্ত ৮৭.১৮ কিলোমিটার মহাসড়ক ২-লেন থেকে ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ জুলাই ২০১৬ তারিখ যানবাহন চলাচলের জন্য মহাসড়কটি উন্মুক্ত করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক উদ্বোধন

৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক

৪০. দেশের পূর্বাঞ্চলের যানবাহনের ঢাকা মহানগরীতে প্রবেশ ও নির্গমন নির্বিঘ্ন করার নিমিত্ত ১২৭.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর মহাসড়কাংশ ৮-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৩ আগস্ট ২০১৬ তারিখ মহাসড়কটি যানবাহন চলাচলের জন্য উদ্বোধন করেন।

৪১. কক্সবাজার জেলা সদর হতে বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেষে টেকনাফ উপজেলার সাবরাং এর সাথে সরাসরি মহাসড়ক পথে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ কক্সবাজার-টেকনাফ-সাবরাং মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ করা হয়েছে। মেরিন ড্রাইভটি পর্যটন শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬ মে ২০১৭ তারিখ কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ এর শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ এর শুভ উদ্বোধন

৪২. মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় ও দৌলতপুর, টাংগাইল জেলার নাগরপুর ও দেলদুয়ার এবং সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার জনসাধারণের যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন সহজতর এবং ঢাকা-আরিচা মহাসড়ককে ঢাকা-রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের সাথে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে ১২৬.৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৩.২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আরিচা - ঘিওর - দৌলতপুর - টাংগাইল মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

৪৩. ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলা ও ত্রিশাল উপজেলার সরাসরি সংযোগ স্থাপন এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মধ্যবর্তী সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত ৩৬.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ত্রিশাল-নান্দাইল-তাড়াইল মহাসড়কের ১৩তম কিলোমিটারে বালিপাড়া নামক স্থানে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর ৪৭৭ মিটার দীর্ঘ বালিপাড়া সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

৪৪. ঢাকা মহানগরীতে যানবাহন প্রবেশ ও বহির্গমনের নতুন রুট হিসেবে ১০৬.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ (হাতিরঝিল-রামপুরা)-বনশ্রী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।

৪৫. ঢাকা মহানগরীতে যানবাহন প্রবেশ ও বহির্গমনের নতুন রুট হিসেবে শিরনিরটেক হতে গাবতলী সেতু পর্যন্ত ৯২.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২.৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।

৪৬. ঢাকার সাথে সুনামগঞ্জ জেলার মহাসড়ক পথের দূরত্ব ৫০ কিলোমিটার হ্রাস করার লক্ষ্যে ৫১.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়ক উন্নয়ন ও নির্মাণ করা হয়েছে।

৪৭. বিরিশিরি পর্যটন কেন্দ্রে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি, স্থানীয় খনিজ সম্পদ আহরণ এবং বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের নিমিত্ত ৮০.৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৭ কিলোমিটার দীর্ঘ শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দূর্গাপুর মহাসড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে।

৪৮. নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জ জেলার হাওড় অধ্যুষিত এলাকার মৎস্য ও কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৩২.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩১.৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ নেত্রকোণা-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ-সিলেট মহাসড়ক (নেত্রকোণা অংশ) উন্নয়ন করা হয়েছে।

৪৯. লাঙ্গলবন্দে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদে হিন্দু সম্প্রদায়ের পূণ্য স্নানের উদ্দেশ্যে তীর্থ যাত্রা সহজ ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে ১২.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ লাঙ্গলবন্দ - কাইকারটেক - নবীগঞ্জ মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

৫০. দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওড় এলাকার জনসাধারণের মেন্দিপুর লঞ্চ ঘাট হয়ে নদীবন্দর ভৈরব ও রাজধানী ঢাকায় যাতায়াত সহজ ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ১০.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪.২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ভৈরব-মেন্দিপুর মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।

৫১. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৬৫৪টি মহাসড়ক সমন্বয়ে ১৩,২৪২.৩৩ কিলোমিটার দীর্ঘ জেলা মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গঠিত, যা সমগ্র মহাসড়ক নেটওয়ার্কের ৬২.১৬ শতাংশ। বিদ্যমান জেলা মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতি সঞ্চারের নিমিত্ত ১,০৬২.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০টি সড়ক জোনের প্রত্যেকটিতে ১টি করে ১০টি পৃথক জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে ১৭৩টি জেলা মহাসড়কের ১,৬৯৩.১২ কিলোমিটার সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত পাঁচদোনা-চরসিন্দুর জেলা মহাসড়ক

৫২. রাজধানী ঢাকা ও গাজীপুর মহানগরীকে বাইপাস করে নরসিংদী জেলার ইটাখোলা নামক স্থান দিয়ে দেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ সহজ করার লক্ষ্যে ২২৭.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ মহাসড়কের একমাত্র মিসিং লিংক হিসেবে নরসিংদী জেলার চরসিন্দুর নামক স্থানে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ১২৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫১০.৪০২ মিটার দীর্ঘ চরসিন্দুর সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৫৩. শেরপুর জেলার নাকুগাঁও স্থলবন্দর দিয়ে আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ ও আমদানি-রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০৭.৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নকলা-নালিতাবাড়ী-নাকুগাঁও স্থলবন্দর মহাসড়ক উন্নয়ন ও সরলীকরণ করা হয়েছে।

৫৪. যানজটমুক্তভাবে চট্টগ্রাম মহানগরী থেকে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় যাতায়াতের সুবিধার্থে ১৯০.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের অক্সিজেন মোড় হতে হাটহাজারী পর্যন্ত ১২.৬০ কিলোমিটার ডিভাইডারসহ ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে।

৫৫. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মহাসড়ক নেটওয়ার্কে চিহ্নিত ১২১টি দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থান (Black Spot) এর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা ১৬৮.০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় মহাসড়ক নেটওয়ার্কে ইতোমধ্যে চিহ্নিত সকল দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পন্ন হয়।

৫৬. চাঁদপুর ও কুমিল্লা জেলার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের নিমিত্ত ১২৭.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৩.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাবুরহাট-মতলব-পেন্নাই মহাসড়ক উন্নয়নের আওতায় বাঁক সরলীকরণের নিমিত্ত ৮.৪০ কিলোমিটার নতুন মহাসড়ক নির্মাণ, ৩৪.৭০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৩.৭০ মিটার হতে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীত, ৫টি সেতু এবং ১৩টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

৫৭. নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের নিমিত্ত ১২০.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৭.৫৯ কিলোমিটার দীর্ঘ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত পত্নীতলা-সাপাহার-রহনপুর মহাসড়ক মজবুতিকরণসহ ৩.৭০ মিটার হতে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীত করা হয়েছে।

পত্নীতলা-সাপাহার-রহনপুর মহাসড়ক

৫৮. টাঙ্গাইল জেলার সাথে মানিকগঞ্জ জেলার সংক্ষিপ্ত মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১০১.৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ মির্জাপুর-ওয়ার্সী-বালিয়া মহাসড়ক ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় নির্মাণ করা হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের সুবিধার্থে নবনির্মিত মহাসড়কটিতে ৩টি সেতু ও ১৭ টি কালভার্ট এবং পাকুলা-দেলদুয়ার-এলাসিন মহাসড়কে সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় মির্জাপুর-ওয়ার্সী-বালিয়া মহাসড়কে আরো ২টি সেতু (পোস্তকুমারী ও রাওয়াল) নির্মাণ করা হয়েছে।

৫৯. গোপালগঞ্জ জেলায় ৯৬.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৮.২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ বাজুনিয়া - গান্ধাসুর - সাতপার - হাতিয়ারা - রামদিয়া মহাসড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৭.১৭ কিলোমিটার মহাসড়ক নতুন নির্মাণ, ৩.১৫ কিলোমিটার মহাসড়ক পুনর্নির্মাণ, ১৭.৯৩ কিলোমিটার মহাসড়কের প্রশস্ততা ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটারে উন্নীতকরণসহ মজবুতিকরণ এবং ১২ টি সেতু ও ১৩ টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

৬০. নির্ধারিত ওজনসীমার অতিরিক্ত ওজন নিয়ে যানবাহন চলাচলের কারণে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সড়ক/মহাসড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এতে সরকারি অর্থের অপচয় ছাড়াও সুষ্ঠু যান চলাচল

ব্যাহত হয় এবং জনদূর্ভোগ সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত ওজন বহনকারী যানবাহন দুর্ঘটনারও একটি অন্যতম কারণ। এক্সেল লোডের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে ২০০৪ সালে গেজেট প্রকাশ করা হলেও তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে মহাসড়কে চলাচলকারী মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ প্রণয়ন করা হয়। এক্সেল লোড নীতিমালা কার্যকরভাবে প্রয়োগের জন্য সরকার গত ১৬ আগস্ট ২০১৬ তারিখ অতিরিক্ত ওজন নিয়ে চলাচলকারী যানবাহনের ওপর প্রগ্রেসিভ হারে জরিমানা আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের সহযোগিতা নিয়ে এটি কার্যকর করার প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে।

৬১. ১৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সুনামগঞ্জ - নেত্রকোনা - ময়মনসিংহ - শেরপুর - জামালপুর সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণের অংশ হিসেবে ৮১.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ হাতীপাগাড়-সন্ধ্যাকুড়া-ধানুয়াকামালপুর মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। আন্তঃজেলা সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ (ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা) প্রকল্পের আওতায় ৪৫৭.৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নেত্রকোনা জেলায় ৩৬ কিলোমিটার ও ময়মনসিংহ জেলায় ৪৪ কিলোমিটার মোট ৮০ কিলোমিটার (মহেশখোলা-তিনালি-হাতিপাগাড়) সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৬২. বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল দিয়ে দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তায় ১১,৮৯৯.০১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এলেঙ্গা থেকে হাটিকমরুল হয়ে রংপুর পর্যন্ত ১৯০.৪০ কিলোমিটার মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিসলেনসহ মহাসড়কটিকে ২-লেন থেকে ৪-লেনে উন্নীতকরণের প্রকল্প চলমান রয়েছে।

৬৩. উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ অংশের মহাসড়ক নেটওয়ার্ক পর্যায়ক্রমে উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তায় ৩,৩৬৪.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা জাতীয় মহাসড়ক উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৫০.৪০%।

জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের চলমান কাজ

৬৪. ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু মেঘনা ও গোমতী সেতু ২-লেন বিশিষ্ট। যাত্রাবাড়ী থেকে কাঁচপুর সেতু পর্যন্ত মহাসড়ক ৮-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু কাঁচপুর সেতু ৪-লেন বিশিষ্ট। এ প্রেক্ষাপটে ক্রমবর্ধমান যানবাহনের সংখ্যা বিবেচনায় বৈদেশিক সহায়তায় ৮,৪৮৬.৯৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একই মহাসড়কে ৪-লেন বিশিষ্ট ৩টি সেতু যথাক্রমে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ৩৯৬.৫০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় কাঁচপুর সেতু, মেঘনা নদীর ওপর ৯৩০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় মেঘনা সেতু ও গোমতী নদীর ওপর ১৪১০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৩২.৭৮%।

নির্মাণাধীন দ্বিতীয় গোমতী সেতু

৬৫. আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তায় ৩,৫৬৭.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫০.৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

৬৬. বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত ও সরু ৬০টি সেতু পুনর্নির্মাণ এবং নরসিংদী অর্থনৈতিক জোনের সাথে সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত ১টি নতুন সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তায় ২,৯১১.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (WBBIP) এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬৭. বাংলাদেশের অভ্যন্তরের এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে Cross Border Road Network Improvement Project (Bangladesh) এর আওতায় ২,৪৮৬.১১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এশিয়ান হাইওয়ে করিডোর AH-1ও AH-41 এ অবস্থিত ৬৯০ মিটার দীর্ঘ নতুন কালনা সেতু নির্মাণ এবং ১৬টি সেতু ও ৭টি কালভার্ট প্রতিস্থাপন এর নিমিত্ত একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

৬৮. গাজীপুর হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাতায়াত দ্রুত করার লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তায় ২,০৩৯.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রতিঘন্টায় উভয় দিকে ২৫ হাজার যাত্রী পরিবহনে সক্ষম বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গাজীপুরস্থ ডিপো নির্মাণ কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৩৫%।

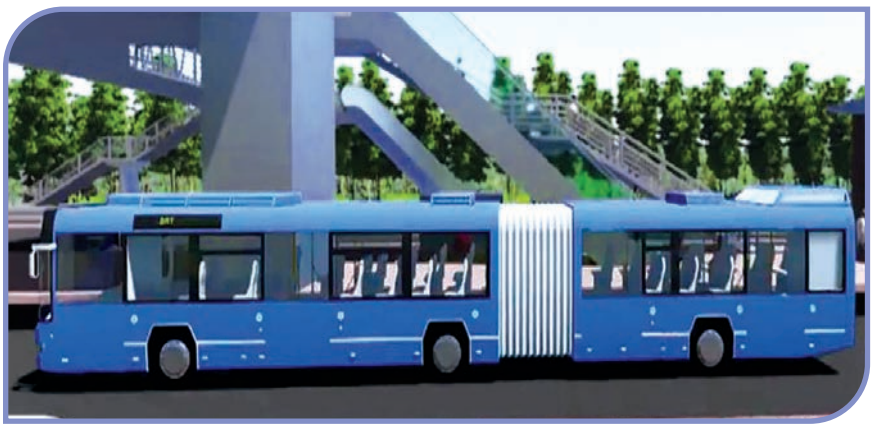

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) গাজীপুর-এয়ারপোর্ট এর প্রক্ষেপিত চিত্র

৬৯. পায়রা সমুদ্রবন্দর ও সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটার সাথে নিরবচ্ছিন্ন মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের লেবুখালী নামক স্থানে পায়রা নদীর ওপর বৈদেশিক সহায়তায় ১,২৭৮.৮২ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৪৭০ মিটার দীর্ঘ পায়রা সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ১৯.০৫%।

৭০. রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটারে বৈদেশিক অনুদানে কচা নদীর ওপর বেকুটিয়া পয়েন্টে ৮২১.৮৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৪৯০ মিটার দীর্ঘ ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৭১. মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক সহায়তায় ৬৫৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের একতা বাজার পয়েন্ট হতে মাতারবাড়ী কোল পাওয়ার প্যান্ট পর্যন্ত ৪৩.৬৬ কিলোমিটার দীর্ঘ জেলা মহাসড়কটি আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীতকরণের কার্যক্রম চলমান আছে।

৭২. পদ্মা সেতু নির্মাণের পর ঢাকা মহানগরীকে বাইপাস করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর সাথে সোনারগাঁও ও বন্দর উপজেলার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সৈয়দপুর-মদনগঞ্জ পয়েন্টে ৫৩৯.৬৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১২৯০ মিটার দীর্ঘ ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭৩. শাহ আমানত (রঃ) সেতুর (৩য় কর্ণফুলী সেতু) উভয় প্রান্তের যানজট নিরসনে ৩৪৬.৫৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেতুর চট্টগ্রাম প্রান্তে বহদ্দারহাট থেকে সেতু পর্যন্ত ৫.০০ কিলোমিটার মহাসড়ক উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে এবং কক্সবাজার প্রান্তে ৩.০০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করা হচ্ছে। সার্বিক অগ্রগতি ২০%।

৭৪. ৫৪.২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ যাত্রাবাড়ী-মাওয়া (ইকুরিয়া বাবুবাজার লিংক রোডসহ) এবং পাঁচ্চর - ভাংগা জাতীয় মহাসড়ক উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত ৬,৮৫২.২৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ১৩ আগস্ট ২০১৬ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাসড়কটির নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। সার্বিক অগ্রগতি ৬৭.১২%।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে যাত্রাবাড়ী-মাওয়া এবং পাঁচ্চর-ভাংগা জাতীয় মহাসড়কের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন।

৭৫. ৫,৪১৬.৯৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ১১৩৯.৫০ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করার নিমিত্ত ১০টি সড়ক জোনের আওতায় ১০টি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

৭৬. কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার মহাসড়ক যোগাযোগ সহজ করার লক্ষ্যে ২,১৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫৯.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ কুমিল্লা (টমছম ব্রীজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৭৭. ৯৬২.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা থেকে সোনাপুর পর্যন্ত ১৩.৩৮ কিলোমিটার মহাসড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৭৮. ৪৬৯.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭২.৯৫ কিলোমিটার দীর্ঘ জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়কটিকে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততা থেকে ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৭৯. বান্দরবান পার্বত্য জেলার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার এবং Bangladesh China India Myanmar (BCIM) Economic Corridor এর বিকল্প রুট হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্ত ৪৬৯.৫৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ থানচি-রেমাক্রি-মোদক-লিকরি জেলা মহাসড়ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

৮০. ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর ও পাথর কোয়ারী হতে ভারী যানবাহন সিলেট হয়ে সারাদেশে চলাচল করে। এ প্রেক্ষাপটে ৪৪১.৫৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩১.৭৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সিলেট বিমানবন্দর ইন্টারসেকশন-লালবাগ-কোম্পানিগঞ্জ-সালুটিকর-ভোলাগঞ্জ জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, ভারী যানবাহন যাতে সিলেট মহানগরীতে প্রবেশ না করে চলাচল করতে পারে সে লক্ষ্যে ১২.৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ কুমারগাঁও-বাদাঘাট-এয়ারপোর্ট জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নয়নের নিমিত্ত ৩৫৩.০৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

৮১. কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলা মেঘনা, ধনু ও বাউলাই নদী বিধৌত হাওড় অঞ্চল। ৪৩৮.৩৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ তিনটি উপজেলা সংযোগকারী এবং সকল মৌসুমে ব্যবহার উপযোগী ২৯.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ইটনা - মিঠামইন - অষ্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৬৩.১০%।

৮২. বান্দরবান পার্বত্য জেলার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার এবং Bangladesh China India Myanmar (BCIM) Economic Corridor এর বিকল্প রুট হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্ত ৩৭৪.০১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৭.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ আলিকদম - জালানীপাড়া - কুরুকপাতা - পোয়ামুহুরী মহাসড়ক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৮৩. ৩৪৩.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৭.৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৮৪. ৩২৮.৯৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বেনাপোল স্থলবন্দরের সাথে বিদ্যমান মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩৮.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়ক মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

৮৫. ৩২১.৫৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে যশোর-খুলনা মহাসড়কের যশোর জেলার পালবাড়ী থেকে রাজঘাট পর্যন্ত ৩৮.০০ কিলোমিটার মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়ক মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

৮৬. ৩১৬.০২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৬.৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ২২.১৫%।

৮৭. ঐতিহাসিক মুজিবনগরের সাথে দেশের মহাসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে ২৮৬.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর-মুজিবনগর মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৩৭.২৪%।

৮৮. ঢাকা-মানিকগঞ্জ মহাসড়কের বিকল্প রুট হিসেবে ২৫৫.৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩১.০৭ কিলোমিটার দীর্ঘ হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

৮৯. ভুলতা বাজার এলাকার যানজট নিরসনে ২৬৩.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ৪-লেন বিশিষ্ট ১২৩৮ মিটার দীর্ঘ গ্রেড সেপারেটেড ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৪৯.৪৫%।

নির্মাণাধীন ভূলতা ফ্লাইওভার

৯০. ২৬১.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ২৮.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ নেত্রকোণা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটারে প্রশস্তকরণ ও উন্নয়নের কাজ চলমান আছে।

৯১. ১৫.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণের লক্ষ্যে ২২৫.৯৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৯২. ২১৯.৬৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৭.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ জামালপুর-কালিবাড়ী-সরিষাবাড়ী মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণের নিমিত্ত একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৯৩. খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন মহাসড়কে অবস্থিত বিদ্যমান অতি পুরাতন ও জরাজীর্ণ ৪৩টি সেতু ও ১৩টি কালভার্ট এর স্থলে ২১৮.৭৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সমসংখ্যক সেতু ও কালভার্ট পুনর্নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৩৬.০২%।

৯৪. নওগাঁ-আত্রাই-নাটোর মহাসড়কে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ এর লক্ষ্যে ২০১.২৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে।

৯৫. ১৯৫.৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সস্রাইল-আলফাডাঙ্গা-কাশিয়ানী জেলা মহাসড়ককে ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং ৪৩.১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ফরিদপুর (মাইজকান্দি)-বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) জেলা মহাসড়ককে ৫.৫০ মিটার হতে ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

৯৬. আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর নবনির্মিত আচমত আলী খান ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু ও নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু ব্যবহারকারী যানবাহনের চলাচল নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ১৯১.৭৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাদারীপুর জেলার মোস্তফাপুর থেকে ডিসি ব্রীজ পর্যন্ত ৭.০০ কিলোমিটার মহাসড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ডিসি ব্রীজ থেকে শরিয়তপুর পর্যন্ত ১৪.০০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৫.৫০ মিটার হতে ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং বামনাতলা থেকে

আচমত আলী খান ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর এ্যাপ্রোচ পর্যন্ত ১.৭৫ কিলোমিটার নতুন মহাসড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। সার্বিক অগ্রগতি ৬৮.৪৯%।

৯৭. কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাকে সংক্ষিপ্ত মহাসড়ক পথে যোগাযোগ স্থাপনের নিমিত্ত ১৭৯.৬৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১২.৩০ কিলোমিটার সাবমার্জিবল মহাসড়ক, সকল মৌসুমে চলাচল উপযোগী ৭.৭০ কিলোমিটার মহাসড়ক ও ৩টি সেতু (২৮৬ মিটার) নির্মাণ করা হচ্ছে। সার্বিক অগ্রগতি ৮৮%।

৯৮. ভোমরা স্থলবন্দরের সাথে সারাদেশের মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করতে এবং সাতক্ষীরা শহরের যানজট নিরসনকল্পে ১৭৬.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সাতক্ষীরা - ভোমরা স্থলবন্দর মহাসড়ক উন্নয়ন এবং সাতক্ষীরা শহর বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৬৪%।

৯৯. ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার সাথে বিকল্প রুটে চট্টগ্রাম জেলার মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ১৭২.৬৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সোনাপুর (নোয়াখালী) - সোনাগাজী (ফেনী) - জোরারগঞ্জ (চট্টগ্রাম) মহাসড়ক উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৫৬.৫০ কিলোমিটার মহাসড়কের প্রশস্ততা ৩.৭০ মিটার হতে ৫.৫০ মিটারে উন্নীত করা হচ্ছে। সার্বিক অগ্রগতি ৬৮.২৫%।

১০০. ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ট্রাফিক প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ফেনী-নোয়াখালী মহাসড়কের মহিপাল সংযোগস্থলে ১৫৮.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬-লেন বিশিষ্ট ৬৬০.০০ মিটার দীর্ঘ মহিপাল ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৯৫.৫০%।

১০১. ১৪৭.৮২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগের আওতাধীন ৬টি মহাসড়কে অবস্থিত সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ ২১টি বেইলী সেতু প্রতিস্থাপন করে সমসংখ্যক কংক্রীট সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ২২.২৩%।

১০২. রাঙ্গামাটি জেলা সদরের সাথে নানিয়ারচর ও লংগদু উপজেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ১৫৭.২১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বগাছড়ি-নানিয়ারচর-লংগদু মহাসড়কের ১০ম কিলোমিটারে চেংগী নদীর ওপর ৫০০ মিটার দীর্ঘ নানিয়ারচর সেতু নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

১০৩. ১৪৪.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাকেরগঞ্জ-পাদ্রীশিবপুর-কাঁঠালতলী-সুবিদখালী-বরগুনা মহাসড়ক ৩.৭০ মিটার হতে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ ও মজবুতিকরণের নিমিত্ত একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। সার্বিক অগ্রগতি ৩৪.৯৬%।

১০৪. ঢাকার সাথে সুনামগঞ্জ জেলার মহাসড়ক পথের দূরত্ব ৫০.০০ কিলোমিটার হ্রাস করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নির্মিত পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের মিসিং লিংক রানীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর ১৪১.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭০২.৬১ মিটার দীর্ঘ রাণীগঞ্জ সেতু নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ২৪.০৫%।

১০৫. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৪০.৬৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬৫.৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক ৫.৫০ মিটার থেকে ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীত করার জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

১০৬. করিমগঞ্জ উপজেলাধীন প্রসিদ্ধ নৌ-বন্দর চামড়াঘাট দিয়ে হাওড় বেষ্টিত ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সহজ করার নিমিত্ত ১৩২.৫৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে চামড়াঘাট-মিঠামইন অংশের ৯.২০ কিলোমিটার সাবমার্জিবল মহাসড়ক নির্মাণসহ মোট ১৭ কিলোমিটার মহাসড়কের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৫৬.২১%।

১০৭. ১২১.৫৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা-বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের ৫৯.৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভুরঘাটা-বরিশাল-লেবুখালী (পায়রা সেতু এ্যাপ্রোচ পর্যন্ত) অংশ ৫.৫০ মিটার থেকে ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৩৮.৯৭%।

১০৮. মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে যাতায়াত সহজ করার লক্ষ্যে ১২৩.৫৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আবু তোরাব বাজার বাইপাস ও ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ বড়তাকিয়া আবু তোরাব-মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল মহাসড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ শুরু করা হয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৩০%।

১০৯. সারাদেশের সাথে হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলাকে মহাসড়ক পথে সংযুক্ত করার নিমিত্ত ১১৬.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২১.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ মহাসড়ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৫৪.৩১%।

১১০. ৩৯.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ শালিখা (মাগুরা)-আড়পাড়া-কালিগঞ্জ (ঝিনাইদহ) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ এর নিমিত্ত ১০৯.৮০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

১১১. খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার সুন্দরবন সংলগ্ন দু'টি উপজেলার মধ্যে যোগাযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে ১০৮.৮২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩০৪ মিটার দীর্ঘ মানিকখালী সেতু ও ২০২ মিটার দীর্ঘ বড়দল সেতু নির্মাণ এবং ২১.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ আশাশুনি-পাইকগাছা মহাসড়কের ১১.২০ কিলোমিটার নতুন নির্মাণ, ১.৮০ কিলোমিটার ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং ৮.৫০ কিলোমিটার মজবুতিকরণসহ উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৫১.২৩%।

১১২. ফরিদপুর জেলার সাথে গোপালগঞ্জ জেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে ১০৭.৪৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪১.০৯ কিলোমিটার দীর্ঘ ফরিদপুর (বদরপুর) - সালথা - সোনাপুর - মুকসুদপুর মহাসড়কের প্রশস্ততা ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটারে উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৩৩.৬৩%।

১১৩. নেত্রকোনা জেলার মদন উপজেলার সাথে খালিয়াঝুরি উপজেলার মহাসড়ক সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত ১০৪.০১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৩.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ মদন-খালিয়াঝুরি সাবমার্জিবল মহাসড়ক নির্মাণ এবং মদন-খালিয়াঝুরি মহাসড়কের বালাই নদীর ওপর ৯৪.২৭ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৭০%।

১১৪. ২২৬.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা -সিলেট মহাসড়ক উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করার নিমিত্ত জি টু জি ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল দিয়ে দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ সহজ ও উন্নত হবে।

১১৫. পটুয়াখালী জেলায় বগা নদীর ওপর ১০২০ মিটার দীর্ঘ ৯ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (বগা সেতু), বাগেরহাট জেলায় মংলা চ্যানেলের ওপর ১০৫০ মিটার দীর্ঘ ১০ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মংলা সেতু) এবং খুলনা জেলায় ঝপঝপিয়া নদীর ওপর ১০৪০ মিটার দীর্ঘ ১১তম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (ঝপঝপিয়া সেতু) নির্মাণের লক্ষ্যে চীন সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১১৬. পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে ১,৮৮০.৮৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪টি মহাসড়কের সমন্বয়ে ৩১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত মহাসড়ক (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা) নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১১৭. ৪১৫.৭১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭৭.৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলেঙ্গা-জামালপুর জাতীয় মহাসড়কটিকে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততা থেকে উভয় পাশে হার্ড সোল্ডারসহ ৯.১৫ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত একটি প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

১১৮. নৈসর্গিক সৌন্দর্যমন্ডিত কুয়াকাটায় পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ১৭৭.৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৪.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ কুয়াকাটা (তুলাতলী)-গঙ্গামতি সূর্যোদয় মহাসড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।

১১৯. পর্যটনসমৃদ্ধ বান্দরবান পার্বত্য জেলার সাথে সারাদেশের সড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে ১৮৫.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২২.৬৪ কিলোমিটার দীর্ঘ কেরানীহাট-বান্দরবান জাতীয় মহাসড়ককে যথাযথ মান, উচ্চতা ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

১. আধুনিক, নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সড়ক পরিবহন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এর প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি দক্ষতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০০৮ সাল পর্যন্ত ৩টি মেট্রো সার্কেলসহ বিআরটিএ'র সার্কেল অফিস চালু ছিল ২২টি এবং বিভাগীয় অফিস ছিল ৪টি। বর্তমানে ৫৭টি জেলা সার্কেল ও ৫টি মেট্রো সার্কেল এবং ৭টি বিভাগীয় অফিসের মাধ্যমে বিআরটিএ'র কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২. মোটরযানের কর ও ফি আদায় ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৪ নভেম্বর ২০১০ তারিখ থেকে মোটরযানের যাবতীয় কর ও ফি অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে আদায় কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ১৮টি ব্যাংকের ২২১টি শাখা ও ১৬টি বুথের মাধ্যমে এ কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। গ্রাহকগণ ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমেও মোটরযানের কর ও ফি পরিশোধ করতে পারছেন। শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ৭,৪৬৩.৭৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

৩. একাধিক গাড়ীতে একই নাম্বার ব্যবহার রোধ করার উদ্দেশ্যে ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখ থেকে

মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট প্রবর্তন করা হয়। এ ধরণের নাম্বারপ্লেট প্রবর্তনের পর থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৫,৪৯,০৬৭টি নাম্বারপ্লেট গাড়িতে সংযোজন করা হয়েছে।

মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট সংযোজন

৪. সড়ক পরিবহন সেক্টরে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখ থেকে মোটরযানের রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ প্রবর্তন করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৫,৪৯,০৬৭ টি গাড়িতে ট্যাগ সংযোজন করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে মোটরযানের গতিবিধি ট্র্যাকিং করার জন্য ১১টি স্থানে আরএফআইডি স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

৫. মোটরযান মালিকগণের বায়োমেট্রিক গ্রহণ করে সনাতন রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ব্লু-বুক) এর পরিবর্তে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ডিআরসি) প্রস্তুত কার্যক্রম জুন ২০১৪ হতে শুরু হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১২,০০,৬৯৮টি ডিআরসি প্রস্তুত করে ৭,৬৫,০৭৭টি বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এর জন্য বায়োমেট্রিক্স প্রদান এবং প্রস্তুতকৃত সার্টিফিকেট সংগ্রহের জন্য গ্রাহকগণকে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়।

৬. ভুয়া/জাল/অবৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহারের প্রবণতা রোধকল্পে ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখ থেকে ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৬,৮৯,৮৩০টি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে।

ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স এর বায়োমেট্রিক্স গ্রহণ

স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স

৭. দেশে পর্যাপ্ত ড্রাইভিং স্কুল ও ইনস্ট্রাক্টর না থাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ গাড়িচালক তৈরি হচ্ছিল না। এ লক্ষ্যে বিআরটিএ যথাযথ পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল রেজিস্ট্রেশন প্রদান করছে। ডিসেম্বর ২০১৭ পযর্ন্ত ১১৫টি ড্রাইভিং স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়েছে এবং ১৬৯ জনকে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

৮. সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ২,৫০,০৮৬ জন পেশাজীবী গাড়ি চালককে দক্ষতা উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, লাইসেন্স নবায়নের পূর্বে পেশাজীবী গাড়ি চালকদের ২ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হয়।

৯. সড়ক নিরাপত্তায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত কর্মসূচির আওতায় ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত সড়ক ব্যবহারকারীদের অংশগ্রহণে ৫২২টি ওয়ার্কশপ/সমাবেশ/সেমিনার করা হয়েছে এবং এতে মোট ৫,১১,৭৫৫ জন অংশগ্রহণ করেন। একই উদ্দেশ্যে একই সময়ে ৩৮৫০ বার জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক/সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার, ২৯,৪৫,৭৭২টি লিফলেট ও ৩১,০৮,৭১৯ টি পোস্টার/স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক
সড়ক নিরাপত্তা বিধানে গণসচেতনতামূলক কর্মসূচিতে লিফলেট বিতরণ

১০. সড়ক নিরাপত্তা বিধানে গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখ হতে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক ইত্যাদি যানবাহনের চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গত ১ আগস্ট ২০১৫ তারিখ হতে ২২টি জাতীয় মহাসড়কে থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা/অটো টেম্পু এবং সকল শ্রেণির অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১১. United Nations Decade of Action for Road Safety 2011-2020 এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ২০৩০-এর অনুসমর্থনকারী হিসেবে Goal-3.6 অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০২০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনতে অঙ্গীকারবদ্ধ। দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে লিড মিনিস্ট্রি হিসাবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ 3E অর্থাৎ Engineering, Education ও Enforcement বিবেচনায় নিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকল্প, কার্যক্রম ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সপ্তম National Road Safety Strategic Action Plan ২০১৪-১৬ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অষ্টম National Road Safety Strategic Action Plan 2017-20 চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে। এ সকল কার্যক্রম গ্রহণের ফলে সড়ক দুর্ঘটনা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। পুলিশ সদর দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৬ সালে ২,৫৬৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২,৪৬৩ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। একই পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৯ সালে ৩,৩৮১টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২,৯৫৮ জন মৃত্যুবরণ করেন। সরকার ইতোমধ্যে অক্টোবর মাসের ২২ তারিখকে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে।

১২. পরিবহন সেক্টরে অধিকতর শৃংখলা বজায় রাখা, অবৈধ ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন অপসারণ এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের প্রবণতা রোধে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে কর্মরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে আসছেন। জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ১,৫৩,৪৩৮টি মামলায় ১৫ কোটি ৯২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭৬৫ টাকা জরিমানা আদায়, ১,০০৩টি গাড়ি ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ এবং ২,৮২৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

১৩. ইতোপূর্বে প্রচলিত ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিসের দৈন্যদশা দূর করে এ সার্ভিসের গুনগত মান উন্নত করার লক্ষ্যে ট্যাক্সি-ক্যাব সার্ভিস গাইড লাইন, ২০১০ এর আলোকে ২২ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ থেকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও পরিবেশ বান্ধব ট্যাক্সি-ক্যাব সার্ভিস প্রবর্তন করা হয়। অনুমোদিত দুটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় মোট ৪০০টি ট্যাক্সিক্যাব চলাচল করছে।

১৪. বৈদেশিক আর্থিক অনুদান ও কারিগরি সহায়তায় বিআরটিএ-তে একটি ডাটাসেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। বিআরটিএ'র সকল ডিজিটাল সার্ভিসের ডাটা আন্তর্জাতিক মানের এ কেন্দ্রীয় ডাটাসেন্টারে (ব্যাক-আপসহ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত রয়েছে। অনলাইন সেবা প্রদানের সুবিধার্থে একটি ওয়েব পোর্টাল পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে।

১৫. মোটরযানের ফিটনেস স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট ইস্যুর লক্ষ্যে মিরপুরস্থ মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) প্রতিস্থাপনপূর্বক গত ৩০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ হতে চালু করা হয়েছে। এ ভিআইসি পরিচালনার অভিজ্ঞতার আলোকে পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ৪টি ভিআইসি (ঢাকার ইকুরিয়া, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা) অনুরূপভাবে প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া, সিলেট, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, কুমিল্লা, নোয়াখালী,

রাঙ্গামাটি, সাতক্ষীরা ও গোপালগঞ্জ জেলায় নতুন Vehicle Inspection Center (VIC) সহ বিআরটিএ কমপ্লেক্স স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মিরপুর ভিআইসিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ির ফিটনেস পরীক্ষা

১৬. স্বল্প দূরত্বে ভাড়ায় চালিত গণপরিবহনের অপ্রতুলতা হ্রাসকল্পে গণপরিবহনের পাশাপাশি অবাণিজ্যিক মোটরযানসমূহ অব্যবহৃত সময়ে ভাড়ায় পরিচালনার জন্য স্মার্টফোন এ্যাপভিত্তিক রাইড শেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ এর খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

১৭. ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিআরটিএ'র সাংগঠনিক কাঠামোতে অনুমোদিত জনবল ছিল ৫৭৩ জন। সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন করে জনবল ৮২৩ জনে উন্নীত করা হয়েছে। ২০০৯ সালের পর হতে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৩৬৪ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৬০৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত আছেন। অবশিষ্ট জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে।

১৮. বিআরটিএ'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ৪টি সার্কেল অফিস ও চট্রগ্রামের ৩টি সার্কেল অফিসে হেল্পডেস্ক ও অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে Queries and Complaints Link খোলা হয়েছে। বিআরটিএ'র প্রধান কার্যালয় ও সকল সার্কেল অফিসের ফেসবুক পেইজ খোলা হয়েছে। এসব মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ ও সমস্যা যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখে নিষ্পত্তি করা হয় এবং সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেয়া হয়।

১৯. বিআরটিএ'র নিজস্ব কোনো অফিস ভবন ছিলনা। গত ২০১৪ সালে ৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বিআরটিএ ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভবনটির নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

১. পূর্বতন ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড (ডিটিসিবি) এর অধিক্ষেত্র সম্প্রসারণ এবং অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার নিমিত্ত গত ০২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলা ডিটিসিএ'র অধিভুক্ত। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন ৭৪০০ বর্গ কিলোমিটার।

২. ঢাকা মহানগরীর অভ্যন্তরীণ সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, ঢাকা মহানগরীর প্রবেশ ও নির্গমন মহাসড়কের যানজট নিরসন এবং ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য একটি পরিকল্পিত ও সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (DTCA) এর উদ্যোগে ২০০৫ সালে ২০ বছর মেয়াদি কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা (Strategic Transport Plan বা STP) প্রণয়ন করা হয়। ডিটিসিএ এর অধিক্ষেত্র বৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদির ফলশ্রুতিতে ২০০৫ সালে প্রণীত Strategic Transport Plan (STP) সংশোধন ও হালনাগাদ করে ২০১৬ সালে RSTP প্রণয়ন করা হয়েছে। Revised STP তে ৫টি Mass Rapid Transit (MRT) [MRT Line-1, 2, 4, 5 & 6] লাইন, এবং ২টি Bus Rapid Transit (BRT) [BRT করিডোর - 3 & 7], তিনস্তর বিশিষ্ট রিং রোড (ইনার, মিডল ও আউটার), ৮টি রেডিয়াল সড়ক, ৬টি এক্সপ্রেসওয়ে, ২১টি ট্রান্সপোর্টেশান হাব নির্মাণ এবং ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, ট্রাফিক সেফটি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস পরিবহন সেক্টর পুনর্গঠনের সংস্থান রয়েছে।

৩. ২০০৯ সালে ৫২.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মল বায়ু টেকসই পরিবেশ প্রকল্প (ডিটিসিএ অংশ) গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে মহাখালী-মগবাজার-গুলিস্তান-নয়াবাজার-ঝিলমিল পর্যন্ত ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৬ স্টেশন বিশিষ্ট এবং ঘন্টায় উভয়দিকে ৩০,০০০ যাত্রী পরিবহনে সক্ষম BRT System চালুর লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তায় বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রকল্পটি তিনটি Phase এ বিভক্ত করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে (Phase-1: হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে মহাখালী, Phase-2: মহাখালী-মগবাজার-গুলিস্তান ও Phase-3: গুলিস্তান-নয়াবাজার-ঝিলমিল)। Phase-1 বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সঙ্গে আলোচনা চলছে।

৪. ঢাকা শহরে গণপরিবহন ব্যবস্থা সুসংহত এবং যানবাহনে ব্যবহারযোগ্য একটি সমন্বিত ই-টিকেটিং পদ্ধতির প্রচলনের উদ্দেশ্যে ৩৯.০৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে Establishment of Clearing House for Integrating Transport Ticketing System in Dhaka City Area প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ইলেকট্রনিক চীপ সংবলিত প্রিপেইড স্মার্ট কার্ড Rapid Pass ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম যেমন-মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌ-যান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে সচ্ছন্দে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ইতোমধ্যে ৬০,০০০ Rapid Pass কার্ড সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল এবং নবীনগর-মতিঝিল রুটে চলাচলকারী বিআরটিসি এসি বাসে এবং মতিঝিল-কাওলা রুটে চলাচলকারী একটি বেসরকারি এসি বাস ও গুলশান এলাকায় 'ঢাকা চাকা' বাসে পরীক্ষামূলকভাবে Rapid Pass প্রবর্তন করা হয়েছে। যাত্রীসাধারণ প্রথমবারের মত Rapid Pass ব্যবহার করে নির্ঝঞ্ঝাটে ভ্রমণ করতে পারছেন। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন গণপরিবহনে Rapid Pass প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। Rapid Pass

এর মাধ্যমে ভাড়া হিসেবে আদায়কৃত অর্থ ব্যবহার অনুযায়ী পরিবহন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরণের নিমিত্ত e-Clearing House কার্যকর করা হয়েছে।

Rapid Pass

৫. ঢাকা মহানগরীর ৪টি ইন্টারসেকশনের যানজট নিরসনে অত্যাধুনিক Intelligent Traffic System (ITS) প্রবর্তনের লক্ষ্যে ৩৭.৭১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে Dhaka Integrated Traffic Management কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় গুলিস্তান, পল্টন, মহাখালী ও গুলশান-১ ইন্টারসেকশনের উন্নয়ন করা হবে। ডিজাইন চূড়ান্ত করে ঠিকাদার নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

৬. ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৩.৯৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে Technical Assistance to DTCA কারিগরি প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ২৩ মে ২০১৭ তারিখ খসড়া Inception Report দাখিল করেছে।

৭. ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবহন সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের ৬১৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়ন এবং ৬০০ জন পেশাদার গাড়িচালকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

৮. ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর অধিক্ষেত্র বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যমান ৬৪ জন জনবল সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠিত করে ২১০ এ উন্নীত করা হয়েছে। নতুন জনবল সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে ১৪২টি পদে স্কেল ভেটিং পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৯. ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর অধিভুক্ত এলাকায় পরিবহন সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ডিটিসিএ কর্তৃক পরিবহন সংশিষ্ট ১০টি প্রকল্প গ্রহণে অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে।

১০. ডিটিসিএ অধিভুক্ত এলাকায় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১০ তলার উর্ধ্বে বহুতল ভবন নির্মাণ ও আবাসিক প্রকল্প গ্রহণ করতে হলে ডিটিসিএ হতে যানবাহনের প্রবেশ-নির্গমন ও

চলাচল (Traffic Circulation) সংক্রান্ত নক্সার অনুমোদন গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ৯টি আবাসিক প্রকল্প এবং ৪০৪টি আবাসিক ও বাণিজ্যিক বহুতল ভবনের Traffic Circulation নকশা অনুমোদন করা হয়েছে।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)

১. ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য একটি পরিকল্পিত ও সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেল এর পরিকল্পনা, ডিজাইন, অর্থায়ন, নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য গত ০৩ জুন, ২০১৩ তারিখ শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়। এ লক্ষ্যে DMTCL ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় MRT Line-1, MRT Line-2, MRT Line-4, MRT Line-5 ও MRT Line-6 বা ৫ (পাঁচ)টি মেট্রোরেল নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় DMTCL প্রথম পর্যায়ে MRT Line-6 নির্মাণ করছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে MRT Line-1 এবং MRT Line-5 নির্মাণের লক্ষ্যে Feasibility Study সম্পন্ন করেছে। তৃতীয় পর্যায়ে MRT Line-2 এবং MRT Line-4 নির্মাণের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

২. মোট ২১,৯৮৫.০৭ কোটি টাকা (জিওবি ৫,৩৯০.৪৮ কোটি টাকা ও প্রকল্প সহায়তা ১৬,৫৯৪.৫৯ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে উত্তরা তৃতীয় ফেইজ হতে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৬ স্টেশন বিশিষ্ট উভয় দিকে ঘন্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহনে সক্ষম বিদ্যুৎ চালিত এলিভেটেড MRT Line-6 বা বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল নির্মাণের কাজ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এগিয়ে চলেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও পরিবেশ বান্ধব আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তণ করা হবে। এটি একটি Fast Track ভুক্ত প্রকল্প। প্রকল্পটি ২০১২-২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হলেও পরবর্তিতে বিশেষ উদ্যোগে উত্তরা ৩য় ফেইজ হতে-আগারগাঁও পর্যন্ত অংশ ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশ ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৬ জুন , ২০১৬ তারিখ MRT Line-6 বা বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল এর নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল-এর নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন

৩. MRT Line-5 এর দুটি অংশ। Northern Route ও Southern Route। ১৯.৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ Northern Route এর এ্যালাইনমেন্ট হল: হেমায়েতপুর-বালিয়ারপুর-মধুমতি-আমিন বাজার-গাবতলী-দারুস সালাম-মিরপুর ১-মিরপুর ১০-মিরপুর ১৪- কচুক্ষেত-বনানী-গুলশান ২-নতুন বাজার। তন্মধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ড ১৩.৬০ কিলোমিটার ও এলিভেটেড ৬.০০ কিলোমিটার। মোট ১৪টি স্টেশনের মধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন হবে ৯টি। Northern Route নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই শেষ হয়েছে। সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। Southern Route এর এ্যালাইনমেন্ট হল: গাবতলী-ধানমন্ডি-পান্থপথ-হাতিরঝিল লিংক রোড-নগরপাড়া। Southern Route হবে সম্পূর্ন আন্ডারগ্রাউন্ড। Southern Route নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই করার উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

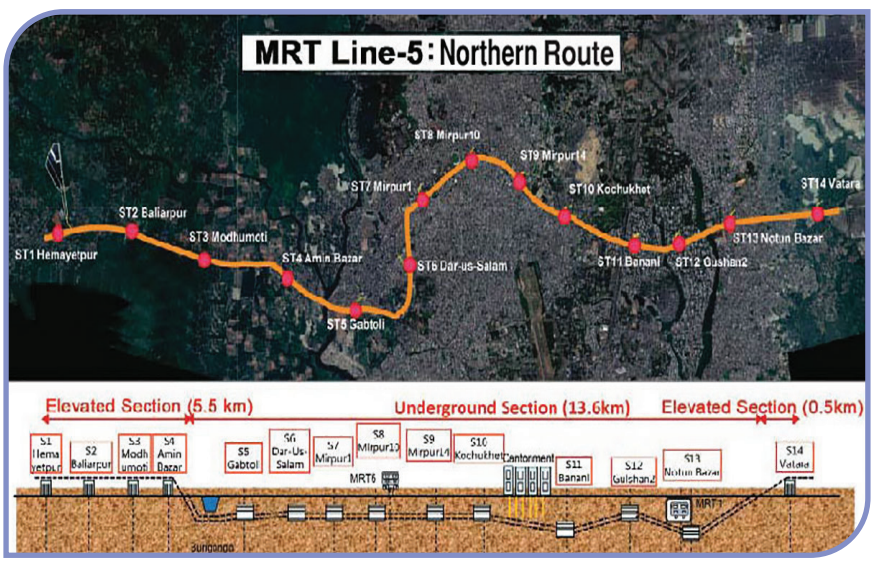

MRT Line-5 (Northern Route): রুট এলাইনমেন্ট ও স্টেশন

৪. MRT Line-1 এর দুটি অংশ। বিমানবন্দর রুট ও পূর্বাচল রুট। ১৬.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ বিমানবন্দর রুটের এ্যালাইনমেন্ট হল: বিমানবন্দর - বিমানবন্দর টার্মিনাল ৩-খিলক্ষেত - যমুনা ফিউচার পার্ক - নতুন বাজার - উত্তর বাড্ডা - বাড্ডা - হাতিরঝিল - রামপুরা - মালিবাগ - রাজারবাগ - কমলাপুর। সম্পূর্ণ অংশ আন্ডারগ্রাউন্ড। মোট স্টেশন সংখ্যা ১২টি। এ রুটেই বাংলাদেশের প্রথম আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রোরেল নির্মিত হতে যাচ্ছে। ১০.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ পূর্বাচল রুটের এ্যালাইনমেন্ট হল: নতুন বাজার-যমুনা ফিউচার পার্ক-বসুন্ধরা-পুলিশ অফিসার্স হাউজিং সোসাইটি-মাস্তুল-পূর্বাচল পশ্চিম-পূর্বাচল সেন্টার-পূর্বাচল সেক্টর ৭-পূর্বাচল টার্মিনাল। মোট স্টেশন সংখ্যা ৯টি। তন্মধ্যে ৭টি স্টেশন হবে এলিভেটেড। নতুন বাজার ও যমুনা ফিউচার পার্ক স্টেশনদ্বয় বিমানবন্দর রুটের অংশ হিসেবে আন্ডারগ্রাউন্ড নির্মিত হবে। MRT Line-1এর উভয় রুটের সম্ভাব্যতা যাচাই শেষ হয়েছে। বিস্তারিত নকশা প্রণয়নের

লক্ষ্যে Technical Assistance Project Proposal (TPP) অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

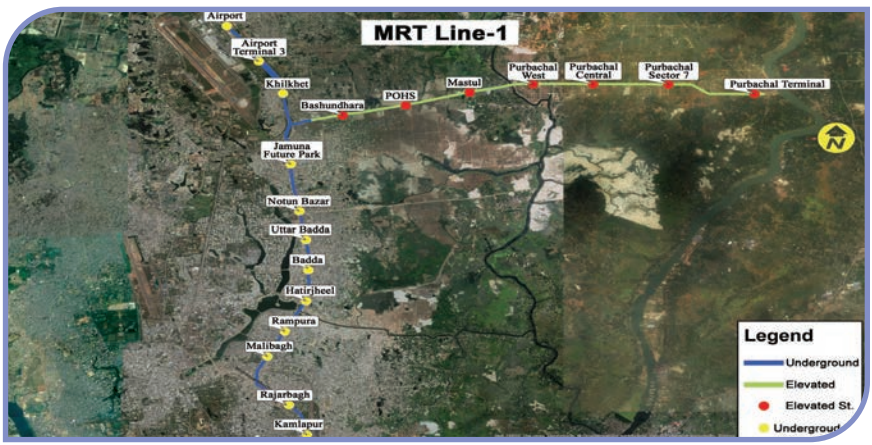

MRT Line-1 (বিমানবন্দর রুট ও পূর্বাচল রুট): রুট এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন

৫. MRT Line-5 এর সহিত MRT Line-1 এবং MRT Line-6 এর মিরপুর-১০ ও নতুন বাজার স্টেশনে আন্ত:লাইন সংযোগ রাখা হয়েছে। আন্ত:লাইন সংযোগ স্টেশনদ্বয়, উত্তরা উত্তর স্টেশন, গাবতলী স্টেশন, পূর্বাচল টার্মিনাল এবং হেমায়েতপুর ডিপো ক্রমান্বয়ে মাল্টিমোডাল হাব হিসেবে গড়ে উঠবে।

MRT Line-5 এর সহিত MRT Line-1 এবং MRT Line-6 এর আন্ত:লাইন সংযোগ

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

১. বর্তমান সরকারের জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর বাস বহরে বিভিন্ন ধরণের ৯৫৮টি নতুন বাস সংযোজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একতলা বাসের সংখ্যা ৬১৮টি, দ্বিতল বাসের সংখ্যা ২৯০টি ও আর্টিকুলেটেড বাসের সংখ্যা ৫০টি। ৬১৮টি একতলা বাসের মধ্যে ২৩৮টি এসি বাস রয়েছে। বর্তমানে বিআরটিসি'র বহরে ১৫৩৮টি বাস ও ১৪৭টি ট্রাক রয়েছে। রাষ্ট্রীয় গণপরিবহন ও পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে আরো ৬০০টি বাস (ডাবল ডেকার বাস ৩০০ টি, এসি সিটি বাস ১০০টি, এসি ইন্টারসিটি বাস ১০০টি ও নন-এসি বাস ১০০টি) এবং

৫০০টি ট্রাক (১৫ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৩৫০টি এবং ১০ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১৫০টি) সংগ্রহের লক্ষ্যে পৃথক দু'টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২. সারাদেশে বিআরটিসি'র বাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে ইতোপূর্বে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা গাবতলী ও মোহাম্মদপুর বাস ডিপো এ সময়ে পুনরায় চালু করা হয়েছে। দিনাজপুর বাস ডিপোকে মানোন্নয়ন করে পূর্ণাঙ্গ ডিপোতে রূপান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে বাস ডিপোর সংখ্যা ১৯টি ও ট্রাক ডিপোর সংখ্যা ২টি।

মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক বিআরটিসি গাবতলী বাস ডিপো'র শুভ উদ্বোধন

৩. বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০৬ জুন ২০১৫ তারিখে আগরতলা - ঢাকা-কোলকাতা-আগরতলা ও ঢাকা-শিলং-গোহাটি-ঢাকা এবং ০৮ মে ২০১৭ তারিখ ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা-ঢাকা রুটে আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস উদ্বোধনের মাধ্যমে আন্ত:রাষ্ট্রীয় যাতায়াত সুলভ ও সহজ করা হয়েছে। এতে উভয় দেশের জনগণের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন নিবিড় হয়েছে। ঢাকা - রাজশাহী - চাঁপাইনবাবগঞ্জ - বহরমপুর - কোলকাতা রুটে বাস সার্ভিস পরিচালনার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা-ঢাকা রুটে বিআরটিসি'র আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস উদ্বোধন অনুষ্ঠান

৪. বিআরটিসি'র সিটি বাস সার্ভিস ও আন্তঃজেলা বাস সার্ভিস যথাক্রমে ২৪৭টি ও ৪১৩টি বাসের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া সচিবালয়সহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের সুবিধার্থে ১৩১টি রুটে ১৪১টি স্টাফ বাস সার্ভিস চালু আছে।

৫. বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর ১৪টি রুটে ১৭টি বাস দ্বারা মহিলা বাস সার্ভিস পরিচালনা করা হচ্ছে। উপরন্তু, বিআরটিসি'র প্রতিটি বাসে মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ১৩টি করে আসন আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হয়।

বিআরটিসি মহিলা বাস সার্ভিস

৬. সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র ১৩২টি বিশেষ বাস সার্ভিস চালু আছে। মিরপুর-আজিমপুর সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মিরপুর-আজিমপুর রুটে বিআরটিসি'র ৩টি স্কুল বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিআরটিসি'র বহর হতে ৩৬টি বাস অনুদান হিসেবে এবং ০৮টি বাস স্বল্প ভাড়ায় প্রদান করেছেন।

৭. দক্ষ চালক সৃষ্টি এবং দেশের যুবক ও যুব মহিলাদের মোটর ড্রাইভিং, মোটর মেকানিক, ওয়েল্ডিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে বিআরটিসির ১৪টি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ৩টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ সাল পর্যন্ত মোট ৫৬,৯৮৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ২,০৮৪ জন। বিআরটিসি'র চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,৫৪৩ জন চালককে রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উপরন্তু, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে করণীয় সম্পর্কে ১৫০ জন চালককে প্রশিক্ষণ দেয়া

হয়েছে। পর্যটন বর্ষ-২০১৬ উদযাপন উপলক্ষে বিআরটিসি'র ২০ জন চালককে পর্যটন সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিআরটিসি'র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধীদের হ্রাসকৃত ফি'তে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বিআরটিসি কর্তৃক যুবক ও যুব মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান

৮. ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিআরটিসি ঢাকা মহানগরীর আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে ২৬টি বাসে Wi-Fi internet সুবিধা প্রদান করে হচ্ছে। তাছাড়া, যাত্রীদের সুবিধার্থে মতিঝিল-আব্দুল্লাহপুর এবং মতিঝিল-নবীনগর রুটে বিআরটিসি বাস এর অবস্থান জানার জন্য 'কতদূর' নামে একটি এ্যাপস প্রবর্তন করা হয়েছে।

'কতদূর' এ্যাপস্ এর শুভ সূচনা

৯. বিআরটিসি'র সেবার মান উন্নয়নে ৯ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে মতিঝিল বাস ডিপোতে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর উপস্থিতিতে গণ শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিআরটিসি প্রদত্ত যাত্রী সেবা সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বিআরটিসি'র মতিঝিল বাস ডিপোতে অনুষ্ঠিত গণ শুনানিতে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

১০. বিআরটিসি'র বাস বহরের ইনভেন্টরী, বাসের অবস্থান ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত উপাত্ত এবং বাসভিত্তিক দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের নিমিত্ত 'যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার' চালু করা হয়েছে।

১১. শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের নিরাপদে ও সহজে বিআরটিসি'র বাসে আরোহন ও অবতরণের জন্য মতিঝিল, গুলিস্তান, আবদুল্লাহপুর ও নারায়ণগঞ্জ বাস স্টপেজে পোর্টেবল Ramp সুবিধা চালু করা হয়েছে।

১২. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্রের আলোকে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বিআরটিসি'র বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

১৩. বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে, দুর্যোগকালীন সময়ে এবং ধর্মীয় উৎসব ও সম্মেলনে বিআরটিসি জনস্বার্থে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান করে থাকে। উপরন্তু বিনোদনমূলক শিক্ষা সফরের জন্য বিআরটিসি'র বাস সেবা খুবই জনপ্রিয়।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

১. ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ফেসবুক পেইজসহ একটি Interactive ওয়েবসাইট রয়েছে, যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। ওয়েব বেইজড ইলেকট্রনিক-গভার্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি), ই-ফাইলিং, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস), জিওগ্র্যাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ম্যাপ, গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম, তথ্য প্রাপ্তির কার্যক্রম, ডিজিটাল লাইব্রেরি, ভূমি ব্যবস্থাপনা, মামলা ব্যবস্থাপনা, যানবাহন ব্যবস্থাপনা, অডিট ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটাল টোল প্লাজা ইত্যাদি অনলাইন কার্যক্রম চালু রয়েছে। মহাসড়ক নেটওয়ার্কের সেতুসমূহের অবস্থান গুগল ম্যাপ ও গুগল আর্থে মার্ক করা হয়, যাতে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ছবি দেখা ও অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

২. জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ব্যবস্থার পাশাপাশি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীগণের সমন্বয়ে গঠিত ২৩টি স্থায়ী মনিটরিং টিম কাজ করে যাচ্ছে।

৩. একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও গাইডলাইনস সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে সংস্কার এবং আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ও গাইডলাইনস প্রণয়ন করা হয়েছে ও হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন-২০১২, মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩, জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা-২০১৩, টোল নীতিমালা-২০১৪, মেট্রোরেল আইন-২০১৫, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের (নন-ক্যাডার গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা-২০১৫, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়কের পার্শ্বে বেসরকারি উদ্যোগে আকর্ষণীয় ও উন্নতমানের কিলোমিটার ফলক স্থাপন গাইডলাইনস্-২০১৫, মেট্রোরেল বিধিমালা-২০১৬, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৬, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) আইন-২০১৬, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৭ প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন আইন-২০১৭, ফেরী পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১৭, রাইড শেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা ২০১৭, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৭ ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন ২০১৭ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উন্নয়নের রোল মডেল
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

www.rthd.gov.bd